R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ই পৌষ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
৩রা জানুয়ারী, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

চার ধূমায়িত বহ্নি আবার জ্বলে উঠেছে, তাজা রক্ত ঝরেছে

বিশেষ সংবাদদাতা, ফরাক্কা : ধূমায়িত বহ্নি আবার জ্বলে উঠেছে দাউ দাউ করে ফরাক্কার বিস্তীর্ণ দিয়াড়া এলাকায়। অশান্ত আগুনের লেলিহান শিখা হয়ত অচিরে নির্বাপিত হবে না, যতদিন না দিয়াড়া খাস জমিজমার সুষ্ঠু বণ্টন সম্ভব হচ্ছে। গুরুতর অভিযোগ, জমি বণ্টন ব্যাপারে ভূমি ও রাজস্ব বিভাগ আজো যেন মজা উপভোগ করছেন এই মস্যা জিইয়ে রেখে। লোকে বলে, দিয়াড়ের জমি "হয় বাপের না হয় দাপের"। দাপট না থাকলে দিয়াড়া জমি ভোগ সম্ভবে না সেই জমিদারীর উষা লগ্ন থেকে। তাই সেই খেলা চলেছে দীর্ঘ একত্রিশ বছর পেরিয়ে এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও যা আদৌ কাম্য নয়। কেন না, কংগ্রেসী আমলে (হরিবন্ধু নায়েক, মহকুমা শাসকের আমলে) প্রশাসনকে কলা দেখিয়ে থানার দারোগাকে (গণেশ চ্যাটারজি) হাতে করে 'ডাঁড়কা-পুঁঠির' ভক্তেরা অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে। ধর্ষিতা হয়েছে দুটি নারী, শোষণ করেছে, ফায়দা উঠিয়েছে আকণ্ঠ। আজো সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। নবাগত নমঃশূদ্রদের সংঘবদ্ধ আক্রমণে হোসেনপুর দিয়াড়ায় গত ৩০ ডিসেম্বর প্রাণ দিয়েছে সতীশ মণ্ডল। ঘটনা ঘাস কাটা নিয়ে। আরো তিনজন জখম, একজন হাসপাতালে। পাঁচজন নমঃশূদ্র ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। তবে আসলী মাল সব উধাও। নিজেরা বাঁচতে নমঃশূদ্রদের ট্রাডিশন অনুযায়ী নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে পাল্টা মামলা দাঁড় করার ধান্দায়। প্রাথমিক অভিযোগ যা এসেছিল তাতে জানা গেছিল যে,

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডাকঘরে জাল নোটের প্রমাণ লোপাট

ধ্রুব চৌধুরী : এমন অবাক করা কাণ্ড যে একজন দায়িত্বশীল পোষ্ট মাষ্টার করে বসতে পারেন, সে বিষয়ে চিন্তা করতে পারিনি। কেন না এই অভূতপূর্ব ঘটনা কখনো ইতোপূর্বে আমার চোখে পড়েনি। এই ঘটনার কেন্দ্রস্থল—ফরাক্কা ব্যারেজ ডাকঘরের অভ্যন্তর। তারিখ গত ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৮ সাল। সময় বারোটা থেকে দু'টা। এই নাটকের অঙ্ক একটিই, কিন্তু দুটি দৃশ্যান্তর হতেই যবনিকা। যেমন নিস্তব্ধ ছিল, সেই নিস্তব্ধতাই আবার নেমে এলো। যেন কিছুই ঘটেনি, এমনি ভাব সেখানে।

ঘটনাটি সম্বন্ধে লেখার আগে বলে নিই নিজের কথা। সংবাদ অন্বেষণে আমার ফরাক্কা যাওয়া জং সং অফিস থেকে বাস যোগে। কিছু প্রয়োজনীয় কাজে ফরাক্কা ব্যারেজ ডাকঘরে হাজিরা। সেই সূত্রে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ডাকঘরের অভ্যন্তরে একটি দৃশ্য চোখে পড়লো আমার। চোখে চশমা,

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাগরদীঘি বাজারের রাস্তা পাকা হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি বাজারের রাস্তাটি পাকা হচ্ছে। হাসপাতালের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে সন্তোষপুর থেকে পোপাড়া পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তাটি পাকা করতে খরচ পড়বে ৩৪০ লক্ষ টাকা। ২৩ ডিসেম্বর মোরগ্রাম ষ্টেশনে এক সাক্ষাৎকারে এ খবর দিয়ে সাগরদীঘির এম এল এ হাজারী বিশ্বাস জানান রাস্তার কাজের জন্য টেণ্ডার ডাকা হয়েছে। তিনি আরো জানান, পাটকেলডাঙ্গা—সাহাপুর এবং আরো কয়েকটি রাস্তা পাকা হবে উপজাতি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে। সাহাপুর আদিবাসী স্কুলের ছাত্রাবাস রাজ্য সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে। দূরের ছাত্রছাত্রীরা সেখানে থাকার প্রথম সুযোগ পাবে। এ ছাড়াও বালিয়ায় ও মহানালায় কংক্রীট সেতু হবে, বালিয়া এলাকায় ৫/৬টি স্লুইস গেট বসবে এবং দামোস বিলের ওপর কাঠের সেতুটি ভেঙে কংক্রীট সেতু তৈরী করা হবে বলে তিনি জানান।

এস এস এ শীলড জিতলো বর্ধমান

সাগরদীঘি, ৩১ ডিসেম্বর—সাগরদীঘি স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েসন (এস এস এ) পরিচালিত নক্ আউট ফুটবল টুরনামেনটের ফাইনালে আজ বর্ধমান জেলার সাতগ্রাম সশস্ত্র (৭ম বাহিনী) পুলিশ দল ৩—১ গোলে নদীয়ার কালীনারায়ণপুর সুহৃদ সংঘ (ব্লেজ) দলকে পরাজিত করে শীলড জয় করে। শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কার লাভ করেন পুলিশ দলের মহান্তি মণ্ডল ও সুহৃদ সংঘের পরিমল দেব। এ ছাড়াও পুলিশ দলের মহঃ সেলিম ম্যান অব দি ম্যাচ, সুহৃদ সংঘের হিল্লোল রায় বেষ্ট ষ্ট্রাইকার, পুলিশ দলের খোকন রায় বেষ্ট কণ্ডাক্ট, আশিস্ মিত্র প্রমিশিং ষ্টার, সন্তোষকুমার দত্ত বেষ্ট গোলকীপার ও মহঃ মুস্তফা লিডিং ষ্টার-এর পুরস্কার লাভ করেন। পাঁচ হাজারেরও বেশী দর্শক সাগরদীঘি উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত খেলাটি উপভোগ করেন। এস এস এ সম্পাদক হরিহর মণ্ডল জানান, উদ্বৃত্ত অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে দান করা হবে।

বছরের সেরা খুন

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২ জানুয়ারী—গত ২৯ ডিসেম্বর ভোরের দিকে ফরাক্কা থানার নিশিন্দ্রা গ্রামের কালীপদ মণ্ডল তাঁর নিজের পুত্রের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। ঘটনাটি পারিবারিক বলে জানা গেছে। খুনী পুত্র প্রথমে বাপের চোখ উপড়িয়ে নেয়, পরে একটি হাত মুচড়িয়ে ভাঙ্গে, শেষে লোহার রড চাপিয়ে উধাও হয়। সাংঘাতিক আহত মাঝবয়সী কালীপদ মালদা হাসপাতালের দরজায় পৌঁছে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধান ঝাড়াইয়ের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক ঝগড়ায় কালীপদ মণ্ডল নিহত হয়েছেন, একজন কৃষাণ জখম হয়েছে। পুত্রবধূ পুলিশের কাছে এই মর্মে এজাহার দিয়েছে যে, ঘটনার দিন সকালবেলায় শ্বশুর কালীপদ মণ্ডল তার সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করেন। পুলিশ এখন পর্যন্ত কালীপদ মণ্ডলের শাশুড়ী, স্ত্রী ও পুত্রকে গ্রেপ্তার করেছে

সড়ক দুর্ঘটনায় কানুনগো নিহত

সাগরদীঘি, ৩১ ডিসেম্বর—গতকাল এই থানার মোরগ্রামের কাছে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের বোখারার মোড়ে ট্রাক-জীপ সংঘর্ষে নুরুল হোদা নামে মালদহের একজন কানুনগো নিহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রের খবরে প্রকাশ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ডব্লু বি ই ৮৭৫৭ নম্বর জীপে চড়ে ওই কানুনগো মালদহ থেকে বহরমপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। বোখারার মোড়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক পাশ থেকে জীপটিকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। নুরুল হোদা মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। বহরমপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই পৌষ বুধবার, ১৩৮৫।

অতঃ কিম্?

লোকসভার অধিকার ভঙ্গের দায়ে ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জেল ও বহিষ্কারের প্রতিবাদে তাঁহার দলের সমর্থকগণ সারা দেশ জুড়িয়া 'আইন অমান্য' আন্দোলনের নামে যাহা করিলেন, কংগ্রেসের ইতিহাসে তাহার নজীর নাই। দণ্ডাদেশের কয়েকদিন পূর্বে তিনি চিকমাগালুর উপনির্বাচনে জয়ী হইয়া লোকসভায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। দণ্ডাদেশের পর বিভিন্ন স্থানে হাঙ্গামা, বিমান ছিনতাই, বাসে অগ্নিসংযোগ, সরকারী সম্পত্তির ক্ষতিসাধন প্রভৃতি হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়া কংগ্রেস (ই) দল গান্ধীজীর অহিংস নীতি হইতে বিচ্যুত হইলেন সম্ভবতঃ এই প্রথম। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বীর শহীদদিগকে যে দল 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছিল, আজ সেই দলের বিচ্ছিন্ন একটি দলের সমর্থকগণ নিজেদের গান্ধীজীর অনুগামী বলিয়া জাহির করিলেও, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আইন অমান্য আন্দোলনের নামাবলী গায়ে দিয়া সহিংস আন্দোলনে মাতিয়া উঠিলেন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করিয়া স্বৈরাচারী শক্তি দেশে মাথা চাড়া দিয়াছে বলিয়া যাঁহারা মন্তব্য করিয়াছেন, কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাদের সেই মন্তব্য অমূলক মনে হইবার কোন কারণ নাই। কংগ্রেস (আর) দলও কংগ্রেস (ই) দলের এহেন আন্দোলনকে সমর্থন করেন নাই। কংগ্রেস (আর) দলের সর্বভারতীয় নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী প্রকাশ্যে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস (ই) দলের এই আন্দোলন কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র, আদর্শ ও সংস্কৃতি ঐতিহ্যবিরোধী।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন স্বাভাবিক। কিন্তু সেই আন্দোলনের নামে সহিংস কার্যে লিপ্ত হইলে কোন দলের সেই হিংসাত্মক কার্যকলাপকে দেশের মানুষ কোনমতেই সমর্থন করিতে পারে না। বিশেষ করিয়া অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী কোন দল যদি ব্যক্তিস্বার্থে সেই কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে দলের আদর্শ জলাঞ্জলি যাইতে বাধ্য। কংগ্রেস (ই) দলের বর্তমান অবস্থাও তদনুরূপ হইয়াছে। দেশের মানুষ ভাবিয়া পাইতেছেন না, ইহার পরও কং (ই) দল কেমন করিয়া নিজেদের গান্ধীজীর অনুগামী বলিয়া জাহির করিবে?

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বঞ্চনার তদন্ত চাই

আমি একজন শিক্ষিত বেকার। কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ও বি এড ডিগ্রি লাভের পর কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নিজ নাম তালিকাভুক্ত করিয়া বেকারের তালিকায় একটি সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছি। অবশেষে বেকারত্বের জ্বালা ঘুচাইবার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামক সমীপে একটি কয়লার দোকান খোলার অনুজ্ঞাপত্রের জন্য আবেদন করি ৯-৯-৭৭ সালে। নদীতে অনেক জলপ্রবাহের পর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামক নির্দেশ দিলেন (স্মারক নং ১১১০, তারিখ ২০-৩-৭৮) যে, উপযুক্ত ফরমে আবেদন করিতে; তৎসহ ৩০ টাকা নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পসহ লেভি ও রেন্ট মোচন প্রমাণপত্র পেশ করিতে। অনেক আশা লইয়া ১২-৪-৭৮ তারিখে তাহা জমা দিলাম। অবশেষে ১৪-৮-৭৮ একজন পরিদর্শক আসিয়া আমাকে তরকারী অথবা কাটা কাপড়ের দোকান খোলার জ্ঞান দিলেন। পরিদর্শক মহাশয়ের জ্ঞান গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, তিনি পুনরায় জমি ভাড়ার রসিদসহ চৌকিদারী কর, বিক্রয় কর ও আয়করের মোচন প্রমাণপত্র এবং মূলধনের প্রমাণপত্র দাখিল করিতে বলিলেন। সমস্ত প্রমাণপত্র ২৬-৮-৭৮ তারিখ দাখিল করিয়া রসিদ গ্রহণ করি। পরবর্তীকালে মহকুমা নিয়ামক এক পত্রে জানাইলেন (স্মারক নং ৫৭৫১, তাং ২২-১১-৭৮) যে, আমার প্রার্থনা বিবেচনা করা হইবে না। আপনার কাগজের মাধ্যমে আমি বামফ্রন্ট সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী এবং জঙ্গিপুর মহকুমার বিধান সভার সদস্যবৃন্দের নিকট আমার অনুরোধ এই হয়রানি ও বঞ্চনার তদন্ত করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।—বিশ্বনাথকুমার সরকার, ফরাক্কা ব্যারেজ।

প্রমাণ লোপাট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কালো রঙ দেহের, মুখে খোঁচা খোঁচা আধপাকা আধকাঁচা গোঁফ ও দাড়ি এক ভদ্রলোক ডাকঘরের অভ্যন্তর থেকে মনিঅর্ডার করছেন। প্রদত্ত টাকার মধ্যে বেরিয়ে পড়লো একটি দশটাকার জাল নোট। কাউন্টারের মনিঅর্ডার কর্মী সঙ্গে সঙ্গে পোষ্ট মাষ্টারের হাতে নোটটি দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। জাল নোট হাতে পেয়ে পোষ্ট মাষ্টার যেন নীরব। কী করবেন, তাই চিন্তা। পার্টিকে জিজ্ঞাসা করলেন কিছু, শুনতে পেলাম না কাউন্টারের বাইরে থেকে।

ইতোমধ্যে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকলেন আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের জেলা প্রতিবেদক সমর পাণ্ডে। তাঁকে জানালেন পোষ্ট মাষ্টার মশাই এই ঘটনা সম্পর্কে এবং এ অবস্থায় কি করণীয় তাও জানতে চাইলেন। পাণ্ডেমশাই যা উত্তর দিলেন তাতে কারোর কিছু বলার নেই। কেন না, ব্যাপারটি তার এক্তিয়ারের নয়। তবে শুধু জানালেন একটি সংবাদ পরিবেশিত হবে ফলাফল দেখে। বলেই বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় জাল নোটের নম্বরটি টুকে নিলেন। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে মন্তব্য শুনতে পেলাম ডাক কর্মচারীদের এবং জোরে জোরে বলতে থাকায় নম্বরটি আমিও পেলাম। যতদূর সম্ভব নম্বরটি বি-৯, ৭৩৮৫৩০। আরো শুনলাম যে ঐ একই নম্বরের অপর একটি জাল দশটাকার নোট গত ২৬ ডিসেম্বর ডাকঘরে ধরা পরে এবং আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

এই ধৃত নোটটির শেষ পরিণতি দেখার জন্য আমিও কাউন্টারের পাশে ঠাঁই দাঁড়িয়ে। দেখলাম জাল নোট বহনকারীকে দিয়ে কি যেন লিখিয়ে নিয়ে নোটটিতে অগ্নি সংযোগের আদেশ দিলেন পোষ্ট মাষ্টার মশাই। বহ্ন্যুৎসব শেষ। নোটের মালিক ভদ্রলোক চলে গেলেন। তাঁর নাম শ্রী··· পাল। কোচবিহারে না কোথায় মনিঅর্ডার করলেন। নিউ মার্কেটের হরিভাণ্ডারের কর্মচারী তিনি।

এখানে ডাক তার বিভাগের কাছে প্রশ্ন—জাল নোটের কারবার বিষয়ে সুস্পষ্ট সূত্র পেতে পুলিশের সাহায্য পোষ্ট মাষ্টার নিলেন না কেন? এই নিয়ে নাকি ৪টি ঘটনা ঘটল। তন্মধ্যে ২৬ এবং ২৮ ডিসেম্বরের নোট দুটির বহ্ন্যুৎসব করে প্রমাণ লোপের চেষ্টা করে পোষ্ট মাষ্টার সম্ভবতঃ গুরুতর অপরাধকে সমর্থন করে বসলেন না কি? কারণ দুটি। (এক) পোষ্ট মাষ্টার অতি ভালমানুষী ভাব দেখালেন। অথবা (দুই) জাল নোটের কারবারীদের মদত দিচ্ছেন। ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ কর্তৃপক্ষ এ ধরনের কর্মচারীকে এই দায়ত্বশীল পদে বসিয়ে 'তুঘলকী আমল'কে অচিরেই ভারতে আহ্বান করবেন বলে মনে হয়।

জেলা পরিষদ নির্বাচন

বহরমপুর, ৩ জানুয়ারী—আজ এখানে জেলা পরিষদ সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন সম্পন্ন হয়। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মধু বাগ (সি পি এম) সভাপতি ও নজরুল ইসলাম (সি পি এম) সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

তাজা রক্ত ঝরেছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জনা কয়েক ছেলে ঘাস কাটতে যায় হোসেনপুর দিয়াড়ায়। নমঃশূদ্ররা তাদের আটক করে। খবর যাই টাই মণ্ডলদের কাছে। তারা আসে জনা ১৫/১৬। তর্ক বিতর্ক থেকে নমঃশূদ্রদের সংঘবদ্ধ আক্রমণে লুটিয়ে পড়ে সতীশ মণ্ডল বল্লমের ঘায়ে। অপর তিনজন জখম হয়।

ঘটনার পর্দা তুলে দেখা যাক, কোথায় কি ঘটছে এবং কেমন করে।

নমঃশূদ্রদের আবাহন করে ডেকে আনা হয় গত কংগ্রেসী আমলে দিয়াড় অঞ্চলে মালদার কোন কোন এলাকা থেকে। পট পালটিয়েছে; তারাও এখন দল পালটিয়েছে। গন্ধে গন্ধে আরও অজ্ঞাতকুলশীল অনেকে জুটেছে বিহারের নদীর চর থেকে। এখানে তারা এখনো পায়নি ভোটাধিকার, চৌকিদারী ও হয়নি। তবে এক কমরেডকে ধরে লাইনে বসেছে পাকাপোক্ত ব্যবস্থার। খাস জমি কখনো আমার, কখনো শ্যামার। বিল বন্দোবস্ত নেই সঠিকভাবে। তারই ফাঁক ধরে তারা আস্তানা গেড়েছে। তাদেরও কোন প্রমাণপত্র নেই।

বিদেশী পেনসহ ছাত্র ধৃত

ধুলিয়ান, ৩১ ডিসেম্বর—ধুলিয়ান কাস্টমস্ গতকাল শহরে একজন ঘোড়াগাড়ী যাত্রীর কাছ থেকে প্রায় ২,৭০০ টাকা মূল্যের বিদেশী পেন উদ্ধার ও আটক করে। ধৃত যাত্রী আবদুর রহিম অরঙ্গাবাদ ডি এন কলেজের বাণিজ্য বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র বলে কাস্টমস্‌কে জানিয়েছে।

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ / সত্যনারায়ণ ভকত

বিষ্ণুপুরের পৌষ উৎসব

মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুর ও ইতিহাসের বহু স্মৃতিবিজড়িত প্রাচীন নগরী কাশিমবাজারের মধ্যস্থলে, পাকা সড়ক ও রেললাইনের ধারে, অবস্থিত বিষ্ণুপুর কালীবাড়ীকে কেন্দ্র করে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে কাহিনীর বীজ বপন করা হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর এই অত্যাধুনিক সভ্যতার যুগে এসেও সেই অঙ্কুর কিন্তু অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। বরং সেই বীজ থেকে উৎপন্ন চারা ক্রমশঃ কিংবদন্তীর মহীরুহে পরিণত হয়ে পীঠস্থানটিকে সবগরম করে রেখেছে। ফলে-ফুলে বিকশিত হয়ে বৃক্ষরূপী এই পুণ্যপীঠ এখন বারমেসে উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। যার আধ্যাত্মিক ছায়াশীতল আশ্রয়ে হাজার হাজার পুণ্যার্থী উপস্থিত হয়ে প্রত্যেক বছর পৌষ মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবার উৎসবের জোয়ারে গা ভাসিয়ে মনোবাঞ্ছা পূরণের আশায় প্রণতি জানায় প্রাণের দেবতা করুণাময়ীর কাছে। অর্ধমূর্তি করুণাময়ী মা বিষ্ণুপুরের কালী নামে খ্যাত। মুর্শিদাবাদ জেলার এটিই সম্ভবতঃ একমাত্র পীঠস্থান, যাকে কেন্দ্র করে লোকগাথা ও প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা—দুই-ই পাওয়া যায়।

কথিত আছে, পঞ্চাশ বছর (১৬৫৮—১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্বকালের শেষ পঁচিশ বছর মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব মারাঠী দমনে যখন দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করছিলেন, সেই সময় কৃষ্ণচন্দ্র হোতা নামে মহারাষ্ট্রের একজন ব্রাহ্মণ জীবিকার সন্ধানে গিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যে। ঘটনাচক্রে বাঙলার সুবেদারও একই সময়ে আজিমীরনগর (ঢাকা) থেকে শাসনকার্যে উপস্থিত হয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যে। সেখানেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় এবং কৃষ্ণচন্দ্র হোতা বাঙলার সুবেদারের সঙ্গে বঙ্গদেশে আসেন। সুবেদার তাঁকে নবাব সরকারের পদে নিয়োগ করেন। সেই কাজে বিভিন্ন জায়গা ঘোরার পর কাশিমবাজার বন্দরে কৃষ্ণচন্দ্র স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন।

ভাগীরথী নদী তখন লালবাগের কাছে উত্তরদিকে ঘুরে কাশিমবাজারের পাশ দিয়ে গিয়ে আবার দক্ষিণ পূর্বদিকে বইত। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাচীন মানচিত্রে ভাগীরথীর সেই গতিপথের সন্ধান পাওয়া যায়। তখন জাহাজে করে এই পথ অতিক্রম করতে সময় লাগতো আশি ঘণ্টা। সেই সুবাদে কাশিমবাজার সমৃদ্ধ বন্দরে পরিণত হয়েছিল। বিষ্ণুপুর ছিল মহাশ্মশান। পরবর্তীকালে ইংরেজরা লালবাগের ভাটিতে খাল কেটে ভাগীরথীর গতিপথ সোজা করে নেয়। নদীর পুরনো খাত এখন 'মরাখাল' এবং কাশিমবাজারের বিল 'কাটাগঙ্গা' নামে পরিচিত। এই কাটাগঙ্গার তীরেই বিষ্ণুপুর কালীবাড়ী অবস্থিত।

বিষ্ণুপুর মহাশ্মশানে একটি প্রাচীন বটগাছ ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র প্রায়ই সেই গাছতলায় বসতেন। পরিণত বয়সে তিনি কাশীতে বসবাস করার পরিকল্পনা করেন। একদিন শ্মশানে আবিষ্ট হয়ে বসে থাকার সময় তিনি নাকি দৈববাণী শুনতে পান, 'তোর ঘরে মা আসবেন।' তারপর থেকে শ্মশানে যাতায়াত তাঁর বেড়ে যায় এবং এক বছরের মধ্যে তিনি কন্যাসন্তান লাভ করেন। তিনি তাঁর মেয়ের নাম রাখেন করুণাময়ী, ডাকতেন করুণা বলে।

করুণাময়ীর বয়স যখন ৭/৮ বছর, তখন কাশীবাসী হওয়ার পরিকল্পনা কৃষ্ণচন্দ্রের মাথায় আবার ঘুরতে শুরু করে। তখন বাল্যবিবাহ প্রথা চালু ছিল। তিনি স্থির করেন মেয়ের বিয়ে দিয়ে বারাণসী চলে যাবেন। কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ কাজ তাঁর উপর ন্যস্ত হওয়ায় তিনি আটকে পড়েন।

একদিন অফিস যাওয়ার সময় করুণাময়ী জেদ ধরে যে, সেও তাঁর সঙ্গে যাবে। তিনি যে বন্দরে কাজ করতেন, সেই বন্দরের নাম ছিল নীলের মাঠ বন্দর। পরবর্তীকালে ওয়ারেন হেসটিংসকে সেখানে সমাধিস্থ করা হয়। আজও সেই বন্দরের ভগ্নাবশেষ এবং হেসটিংসের সমাধি সেখানে আছে। কৃষ্ণচন্দ্র মেয়েকে নিয়ে অফিস রওনা হন। পথে কাশিমবাজার-ময়দাবাদ-খাগড়া-বিষ্ণুপুর—এই চারমাথার মোড়ে এসে মেয়ের পা ভারী হয়ে যায়। কৃষ্ণচন্দ্র খুব বিপদে পড়লেন। তখনকার দিনে যানবাহন ছিল না। ঠিকসময়ে অফিস না গেলে গর্দান চলে যাবার ভয় ছিল। দুর্ভাবনার মধ্যে পড়ে কৃষ্ণচন্দ্র হঠাৎ তাঁদের প্রতিবেশী একজন শাঁখারীকে ওই পথ দিয়ে আসতে দেখেন। তিনি শাঁখারীকে তাঁর মেয়েকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে অফিস রওনা হন।

করুণাময়ী শাঁখারীর সঙ্গে বাড়ী ফেরার পথে ফেরীঘাটে পার হয়ে এসে শাঁখারীকে বাড়ী যেতে অনিচ্ছার কথা জানিয়ে নদীর তীর ধরে কিছুটা গিয়ে জলের মধ্যে কিসের উপর যেন বসে যায়। কে যেন তার হাতে শাঁখা পরিয়ে দেয়। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর সে জলের উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। তখন এখানে ভাগীরথীর গভীরতা ছিল ১২০ হাত অর্থাৎ ১৮০ ফুট। সেই জলের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে মাঝনদীতে পৌঁছে করুণাময়ী ডুবে যায়। শাঁখারী অবাক হয়ে করুণাময়ীর শাঁখা পরা দুটো হাত দেখতে পায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই করুণাময়ী অদৃশ্য হয়।

ভগ্নহৃদয়ে শাঁখারী গ্রামে ফিরে চলল। ওদিকে অফিস সেরে কৃষ্ণচন্দ্রও বাড়ী ফিরছেন। গ্রামে দু'জনের দেখা হতেই শাঁখারী আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা নিবেদন করল কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে। এও জানালো যে, মেয়ে ডুবে যাবার আগে বলেছিল, বাড়ীতে উত্তর দিকের ঘরে আলমারীর তাকে সিঁদুর চুপড়ি আছে। সেই চুপড়িতে দশ টাকার স্বর্ণমুদ্রা আছে। তার থেকে মা তাকে শাঁখার দাম দিবেন। শাঁখারীর কাছে এই কথা শুনে কৃষ্ণচন্দ্রের স্ত্রী কৃষ্ণভামিনী দেবী নির্দিষ্ট আলমারীতে অসাধারণ চুপড়ি এবং তার ভেতর দশটি স্বর্ণমুদ্রা দেখতে পান। শাঁখারী পথ দেখিয়ে তাঁদের নদীর তীরে নিয়ে যায় এবং ঘটনাস্থল দেখিয়ে দেয়। স্বামী-স্ত্রী শ্মশানে মা মা করে সারারাত কেঁদে ফেরেন। সকাল বেলায় বটগাছের গুঁড়ির ভিতর অর্ধভগ্ন করুণাময়ী মায়ের মূর্তি দেখতে পান কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি ওই গাছতলায় বসে অল্পদিনের মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করেন। সিদ্ধিলাভ করেন কৃষ্ণভামিনী দেবীও। মায়ের নির্দেশে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ সৎকাজে ব্যয় করেন। তিনি হোতার সাঁকো (এখানেই আগে ফেরীঘাট ছিল), বাঙালাদেশের অন্যতম বৃহত্তর ব্যাসপুরের শিবমন্দির, ময়দাবাদে দয়াময়ী কালীবাড়ী স্থাপন করেন এবং রাস্তাঘাট সংস্কার করেন বলে শোনা যায়। হোতা দম্পতি বিষ্ণুপুরেই দেহরক্ষা করেন। মায়ের নির্দেশে এখানে নাকি ১০০ জন সাধকের সিদ্ধিলাভ করার কথা আছে। এখন পর্যন্ত সিদ্ধিলাভ করেছেন সাতজন—

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দ্বিতল পোক্তা বাটী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ সহরের মধ্যস্থলে ৫নং ওয়ার্ডে ভদ্রপল্লীতে একখানি দ্বিতল পোক্তা বাটী বিক্রয় হইবে। স্কুল, বাজার, পোষ্ট অফিস সবই নিকটে। পত্র লিখুন—সুশীলা ঘোষাল, প্রযত্নে এ কে মুখার্জী, ১৩-এ কলভিন কোর্ট, হাওড়া।

মিত্র বস্ত্রালয়

রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া
(মুর্শিদাবাদ)
ধুতি, শাড়ি, শার্টিং, কোটিং
রেডিমেড ও শীতবস্ত্র সুলভ মূল্যে
পাওয়া যায়।

স্কুটার বিক্রী

চালু অবস্থায় একটি রাজদূত স্কুটার বিক্রী আছে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন। —অনিল কর্মকার
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা
(মুর্শিদাবাদ)।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

শ্রীগুরু হোমিও হল
ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জী, ডি, এম, এস
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়

ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
স্থান পরিবর্তন : রেডক্রশের পাশে
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী দ্রব্য বিক্রেতা।

বিষ্ণুপুরের পৌষ উৎসব

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণভামিনী, উদয়গিরি, প্রহ্লাদানন্দ, নরেন্দ্রনাথ এবং আরো দু'জন।

১৩২৩ বঙ্গাব্দে লালগোলার মহারাজা করুণাময়ী মায়ের মন্দির তৈরী করতে গিয়ে গাছের জন্য চূড়ার পরিবর্তে বাড়া তৈরীর সিদ্ধান্ত নেন। তখন নাকি একদিন রাত্রি আটটার সময় সশব্দে গাছটি ভেঙে পড়ে। চূড়া তৈরীর বাধা অপসারিত হলেও দ্বিমত দেখা দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত মন্দিরের ছাদ তৈরী করা হয়। সেই থেকে করুণাময়ী এখানে প্রতিষ্ঠিত হন।

প্রতি বৎসর পৌষ মাসে এখানে উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অনেকের ধারণা পৌষ মাসেই মায়ের আবির্ভাব অথবা মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় বলে এই মাসে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে ভক্তরা সমবেত হন। তাঁরা পূজো-পার্বণ, বলিদান উৎসর্গ এবং বনমহোৎসবে মেতে ওঠেন। পৌষ মাসের শনি-মঙ্গলবার ভীড় সবথেকে বেশী হয়। এই উপলক্ষে মেলাও বসে। দরিদ্রনারায়ণ সেবা হয়, পাঁঠাবলি হয়। কালীপূজোর সময় হয় কালীপূজো। প্রতি অমাবস্যায় দিনরাত ধরে পূজো, হোম, বলিদান ও ভোগ হয়। বৈশাখ মাসেও উৎসব হয়। দশহরায় বাইরের লোক সমাগম ঘটে। দুর্গাপূজোর মতই চারদিন পূজো হয়। বারমাস মায়ের সারাদিনের ভোগ তোলা থাকে। রাত্রি নটায় আরতির পর বেলগাছতলায় একটি ঘরের মধ্যে সেই ভোগ মায়ের নামে উৎসর্গ করে রেখে আসা হয়। লোকের বিশ্বাস, শিবারূপে মা এসে সেই ভোগ গ্রহণ করেন। যদি কোনদিন কোন ত্রুটি হয়, সেদিন শৃগাল এলেও নাকি ভোগ স্পর্শ করে না। ভোগ হয় সকালে ফল-মিষ্টির, দুপুরে অন্নভোগ (আঁশযুক্ত মাছ থাকা চাই), রাত্রে লুচি-দুধ মিষ্টির। দক্ষিণা কালী ধ্যানে মায়ের পূজো হয়। সেবাইতের একটির বেশী ছেলে বাঁচে না—সাতপুরুষ ধরে নাকি এমনি হয়ে আসছে।

আগেই বলেছি, বিষ্ণুপুরের করুণাময়ী সম্পর্কে লোকগাথা ও প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা—দুই-ই পাওয়া যায়। উৎসব পত্তনের মূলে লোকগাথার বর্ণনা এতক্ষণ দিলাম। এবার প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আসা যাক। বিংশ শতাব্দীর বহু পুরাতত্ত্ববিদ করুণাময়ীর অর্ধভগ্ন মূর্তি সম্পর্কে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার সারমর্ম এইরকম: একমাত্র দাক্ষিণাত্যে এই ধরনের মূর্তি কিছু কিছু দেখা যায়। ভারতবর্ষের আর কোথাও দেখা যায় না। কৃষ্ণচন্দ্র হোতাও দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ ছিলেন। উত্তর ভারতে কালাপাহাড়ের অত্যাচার শুরু হলে দাক্ষিণাত্যেও তার ছোঁয়া লাগার আশঙ্কায় এই মূর্তি যে সাধকের কাছে ছিল তাঁর ধারণা জন্মে বাঙলাদেশে মূর্তিটি পাঠাতে পারলে হয়তো রক্ষা পাবে। কেন না, কালাপাহাড় ছিলেন বাঙালী, বাঙলাদেশে তাঁর অত্যাচার খুব কম হয়েছিল। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে গঙ্গার অববাহিকা ধরে মূর্তিটি নিয়ে আসার সময় সম্ভবতঃ ফরাক্কার কাছে এসে বাহকের অর্থ ও রসদ সম্বল নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন গঙ্গায় মূর্তিটি বিসর্জন দেওয়া হয়। এবং গঙ্গার গতিপথ বিষ্ণুপুর ও কাশিমবাজারের পাশ দিয়ে ছিল বলে মূর্তিটি সম্ভবতঃ স্রোতের টানে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত এসে শ্মশানের বটগাছে আটকে যায়। এত সুন্দর মূর্তি তখন কেউ প্রতিষ্ঠা করতেন না। তাছাড়া শাস্ত্রীয় বাধায় অর্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা হত না। সুতরাং এই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত মূর্তি নয়। কৃষ্ণচন্দ্রের মেয়েকে বিষ্ণুপুর শ্মশানে দাহ করা হয়। তারই ফলস্বরূপ তাঁর শ্মশানে যাতায়াত ছিল। সেই সময়ই তিনি গাছের গুঁড়ির ভিতর মূর্তিটি আবিষ্কার করেন এবং কাহিনী প্রচারের মাধ্যমে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অথবা লোকগাথা যাই হোক না কেন, করুণাময়ী আজ জাগ্রত দেবতারূপে মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। সিদ্ধপীঠ বিষ্ণুপুর মুর্শিদাবাদ জেলার উৎসব অনুষ্ঠানের একটি অন্যতম পীঠস্থান।

বিজ্ঞাপ্ত

গত ১৯/১২/৭৮ তারিখের এক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ২০/১২/৭৮ তারিখ শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব এর কার্যকরী সমিতি জরুরী অধিবেশনে মিলিত হইয়া এই প্রতিষ্ঠানের ক্রীড়া বিভাগের সদস্য শ্রীঅশোককুমার ঘোষালকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ক্লাব হইতে বহিষ্কার করিয়াছেন।

—মদনমোহন সাহা
সম্পাদক

হরিষে বিষাদ

রঘুনাথগঞ্জ, ১ জানুয়ারী—২৪ পরগণা জেলার বেলঘরিয়া মৌচাক ক্লাবের ৩৭ জন সদস্য গতকাল এখানে আসেন বনমহোৎসব করতে। কিন্তু আমোদ-আহ্লাদ করে খাওয়া-দাওয়ার আগেই দলের শ্যামল ঘোষ নামে একজন যুবক ভাগীরথীতে নৌকা বিহার করতে গিয়ে জলে পড়ে যান এবং তলিয়ে যান। দলের মধ্যে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। বনমহোৎসব পরিত্যক্ত হয়। ওই যুবকের মৃতদেহ এখনও পাওয়া যায়নি। তবে জোর তল্লাসি চলছে। শহরের বহু নাগরিক এই ব্যাপারে সাহায্য করছেন।

শিক্ষক আবশ্যক

প্রস্তাবিত নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য একজন বি এস সি (পিওর) শিক্ষক আবশ্যক। বি এড অগ্রগণ্য। দশদিনের মধ্যে সম্পাদকের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।—সম্পাদক, হাউসনগর হাই মাদ্রাসা (প্রস্তাবিত), পোঃ তিনপাকুড়িয়া, জেলা মুর্শিদাবাদ।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা রঘুনাথগঞ্জ যুবক সংঘ ক্লাবের সমস্ত সদস্যদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি ক্লাবের নতুন কমিটি গঠন করা হবে। প্রায় সমস্ত সদস্যের দীর্ঘ দিনের মাসিক চাঁদা বাকী। এ অবস্থায় সদস্যদের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করে সকলকে সভাপতি এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে আগামী ১৫-১-৭৯ তারিখের মধ্যে বর্তমান কোষাধ্যক্ষ শ্রীরবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রত্যেকে ১'০০ (একটাকা) চাঁদা জমা দিয়ে সদস্যপদ নবীকরণ করে নেবেন। অন্যথায় উক্ত সাধারণ সভায় তাদেরকে ডাকা হবে না বা তাদের কোন ব্যাপারে ভোটাধিকার থাকবে না।

আদেশমতো—
চিত্ত মুখোপাধ্যায়
॥ সম্পাদক ॥
যুবক সংঘ ব্যায়াম মন্দির ও পাঠচক্র
১-১-৭৯

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম রুক্ষতা রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

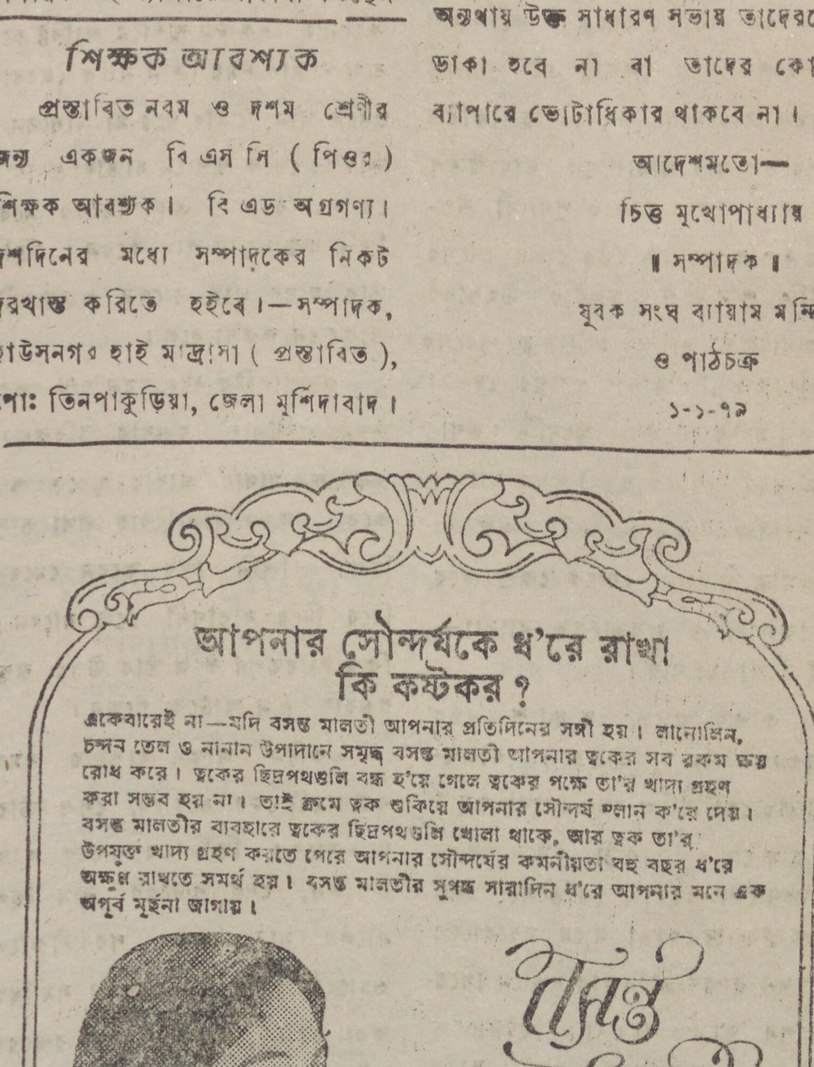

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।